আজকের কাগজ

তারিখ ... 05 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

17

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সখীপুর মুজিব কলেজ বাদ দেয়ায় শিক্ষামন্ত্রীসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

সাকিল আনোয়ার : ক্ষমতার অপব্যাবহারের অভিযোগে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষমন্ত্রী, হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক এবং ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট টাঙ্গাইল জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সখীপুর থানার মুজিব মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন বাদী হয়ে টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর থানা সহকারী জজ আদালতে এই মামলা দায়ের করেন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ নং ১১২৩-বি-এস (এস.এফ)-এর আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পে মুজিব কলেজের জন্যে ৬০ লাখ টাকার উন্নয়ন কাজ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এই উন্নয়ন কাজ বিবাদীগণ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তমূলকভাবে মুজিব কলেজের পরিবর্তে থানার হাতিয়া ডিগ্রী কলেজে প্রদান করার চেষ্টা করলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। মামলার বিবরণে জানা যায়, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিগত পত্রে অবহিত করেন যে, মুজিব কলেজ এডিবি'র উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে তদ্বিগের প্রেরিত নমুনা অনুযায়ী অঙ্গীকার নামা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কলেজটি সরেজমিনে পরিদর্শনের পর ঠিকাদারদের কাছ থেকে দরপত্র জমা নেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় মুজিব কলেজ উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি শেষ হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী মহল মুজিব কলেজের ক্ষতিসাধন ও উন্নয়ন ব্যাহত করার জন্যে এডিবি'র নীতিমালা অমান্য করে (শুধু ইন্টারমিডিয়েট কলেজের জন্যে প্রযোজ্য) হাতিয়া ডিগ্রী কলেজের নামে উক্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মামলার প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর থানা সহকারী জজ আতাবুল্লাহ হাতিয়া ডিগ্রী কলেজের উন্নয়ন কাজের স্থিতিবস্থা জারি করেন। কিন্তু এই স্থিতিবস্থা উপেক্ষা করে কাজ করার প্রচেষ্টা চলছে বলে মুজিব কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। এদিকে মামলা তুলে নেবার জন্যে বিভিন্ন মহল থেকে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেন। এমতাবস্থায় কলেজ প্রশাসন অচল হবার পথে।